ইমাম আহমদ রেযা'র তাসাওউফ দর্শন

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

pdfcreator Muhammad Zahmeed RayHaan Raza

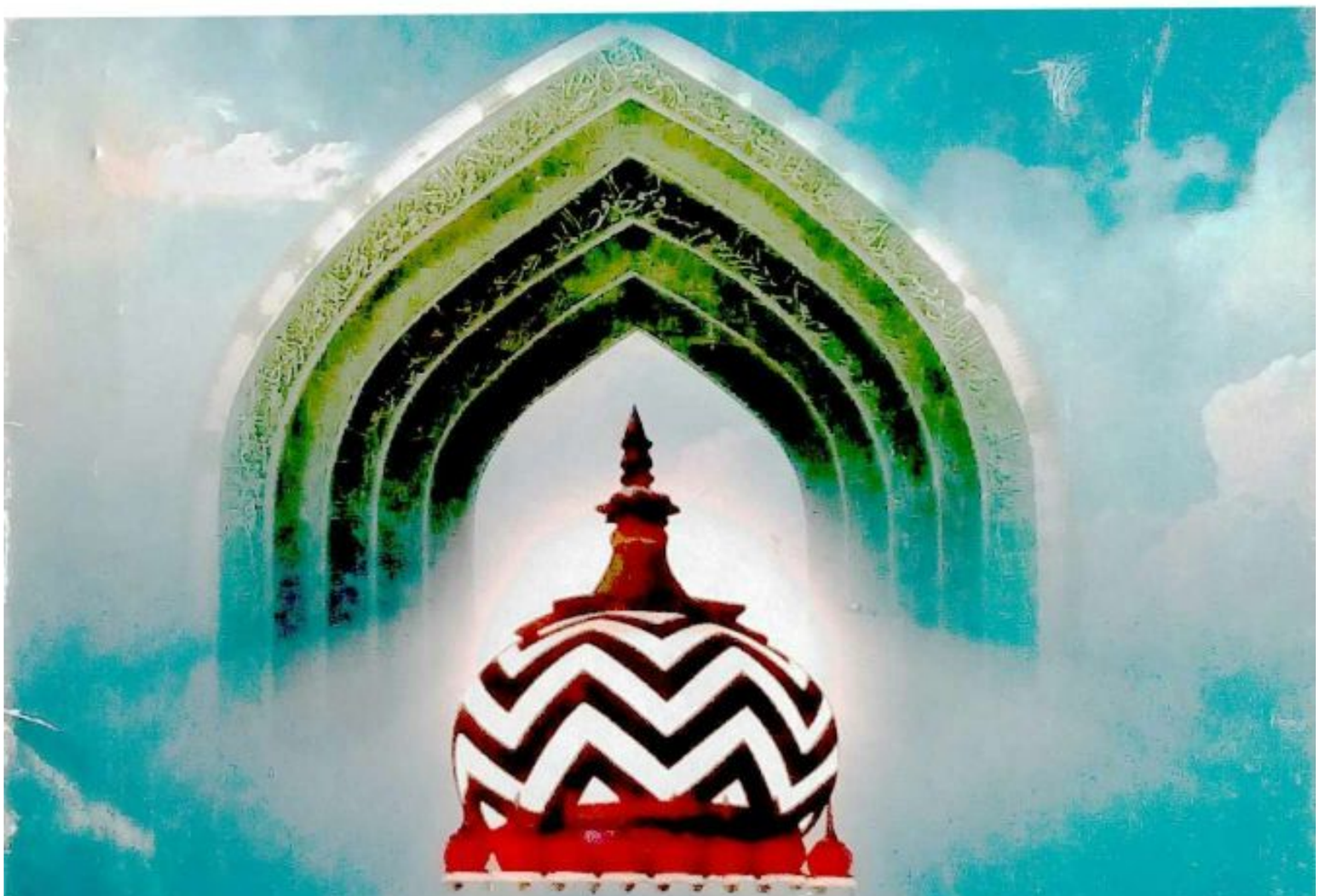

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা কমপ্লেক্স
সোবহানীয়া দরবার শরীফ
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

ইমাম আহমদ রেযা'র তাসাওউফ দর্শন

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

pdfcreator Tahmeed RayHaan Raza

Like www.Facebook.Com/sunnibookstore

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা কমপ্লেক্স
সোবহানীয়া দরবার শরীফ
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

অনলাইন প্রকাশকাল ৯/৩/১৭

[ওরসে আ'লা হযরত ও সুন্নী মহা সম্মেলন'র যুগপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত]

ইমাম আহমদ রেযা'র তাসাওউফ দর্শন
মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

প্রকাশকাল
১৩ সফর ১৪৩৩
২৫ পৌষ ১৪১৮
৮ জানুয়ারী ২০১২

পৃষ্ঠপোষক
পীরে তরীকত মাওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ রেজভী
খলিফা : দরবারে আ'লা হযরত, বেরেলী, ভারত

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবদুল আহাদ (লণ্ডন প্রবাসী)

প্রকাশনায়
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা কমপ্লেক্স
সোবহানীয়া দরবার শরীফ
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

কম্পোজ
মীর মুহাম্মদ খাইরুল্লাহ

মূল্য : ২০ [বিশ] টাকা মাত্র

IMAM AHMAED RAZAR TASAWF DARSHAN (Imam Ahmed Raza's Concept of Tasawwuf) : Writing in bengali by Muhammad Nezam Uddin & published by Ala-Hazrat Immam Ahamad Raza Complex, Subhaniah Darbar Sarif, Bhairab, Kisorgong, Bangladesh. Price : Tk. 20 January 2012

প্রকৃত তাসাওউফ পরিচিতি

لَيْسَ التَّصَوُّفُ لُبْسَ الصُّوْفِ تَرْقَعُهُ ☆ وَلَابُكَاءُكَ اِنْ غَنَّيَ الْمُغَنُّوْنَا

তাসাওউফ (তরীকত) পশমী বা জোড়া-তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করার নাম নয়, আর না উহার নাম যে, গায়কের গানে তোমার অশ্রুপাত করা।

اِنَّ التَّصَوُّفَ اَنْ تَصْفُوَ بِلَاكَدَرٍ ☆ وَتَحْفَظُ الْعِلْمَ وَالْاَخْلَاقَ وَالدِّيْنَا

বরং তাসাওউফ হচ্ছে, তোমার জাহির-বাতিন পবিত্র থাকা, (তাতে) কোন প্রকারের অপবিত্রতা না থাকা। আর তোমার নিজ ইলম, চরিত্র ও দ্বীনের হিফাজত করা।

لَيْسَ التَّصَوُّفُ ثَوْبًا اَنْتَ لَابِسُهُ ☆ تَزْهُوْبِهِ بَيْنَ أَصْنَافِ الدَّوَاوِيْنَ

তাসাওউফ এমন কোন পোশাক নয় যে, যা পরিধান করে তুমি লোকের সামনে নানা প্রকারের গর্ব করবে।

بَلِ التَّصَوُّفُ اِيْمَانٌ وَمَعْرِفَةٌ ☆ وَخِدْمَةٌ لِفَقِيْرٍ اَوْ لِمِسْكِيْنَ

বরং তাসাওউফ হচ্ছে, ঈমান, মারিফত এবং নিঃস্ব-দরিদ্রের সেবা করার নাম।

وَهُوَ التَّهَجُّدُ فِي اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ اِذَا ☆ نَامَ الْاَنَامُ لِيَوْمِ الْحَشْرِ وَالدِّيْنِ

আর তা হচ্ছে, অন্ধকার রাতে যখন সৃষ্টি ঘুমিয়ে অচেতন তখন হাশর, প্রতিদান দিবসের জন্য তাহাজ্জুদ পড়া।

وَهُوَ الْجِهَادُ جِهَادُ النَّفْسِ عَنْ سَفَهٍ ☆ وَشَهْوَةٍ وَالْاَعِيْبِ الشَّيَاطِيْنَ

আর তা হচ্ছে, কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা এবং মূর্খতা, শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুক, কামনা-বাসনা ও দুশ্চরিত্রের পরিহার করার নাম।

'সূফী' শব্দের উৎস

تَنَازَعَ النَّاسُ فِي الصُّوْفِ وَاخْتَلَفُوْا ☆ فِيْهِ وَظَنُّوْهُ مُشْتَقًّا مِنَ الصُّوْفِ

'সূফী' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে লোকদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। আর লোকেরা উহাকে 'সূফ' (পশম) থেকে উৎপত্তি বলে মনে করে।

وَلَسْتُ اَنْحَلُ هَذَا الْاِسْمُ غَيْرُ فَتًى ☆ صَافِيْ فَصَوُّفِيْ قَدْ يُسَمِّيَ الصُّوْفِيْ

আর আমি এ নামের সম্বন্ধ ওই যুবক ছাড়া অন্য কারো প্রতি করি না, যে নিজের বাতিনের পবিত্রতার ব্যাপারে চেষ্টা করেছে। ফলে তার অন্তর (قلب) ও বাতিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ হয়ে গেছে, শেষপর্যন্ত তার নাম 'সূফী' রাখা হয়েছে।

بَسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلي رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আত্মারূপ তরিকত (সূফীতত্ত্ব) আর দেহরূপ শরিয়ত, এ দু'য়ের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা মুসলিম মানসে অপরিসীম। এ জন্য একজন প্রকৃত তাসাওউফপন্থী (সূফী)-এর জীবনে শরিয়ত, তরিক্বত ও মারিফাত সমভাবে ক্রিয়াশীল। প্রকৃত মু'মিন ও প্রকৃত তাসাওউফপন্থী (সূফী)তে তাই কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত সূফী মুসলমানই মুসলিম- সমাজে মু'মিন বা প্রকৃত মুসলমান বা কামিল ওলী-আল্লাহরূপে পরিচিত। এ সম্পর্কে হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন-

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ ،

–যে ব্যক্তি শুধু ফিক্বহ (শরিয়ত) মানে ও পালন করে অথচ তাসাওউফ অস্বীকার করে সে ব্যক্তি ফাসিক। পক্ষান্তরে যে শুধু তাসাওউফ মানে ও পালন করে আর ফিক্হ (শরিয়ত) অস্বীকার করে সে জিন্দিক। আর যে উভয়টিকে মেনে চলে সেই প্রকৃত মু'মিন।[১]

তাই তাসাওউফ (তরিকত)-এর প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে জড়িত আছে কুরআন-হাদিসের অমর বাণীসমূহ। বস্তুত তাসাওউফ হচ্ছে কুরআন- হাদীসের মগজ ও ইসলামের আত্মা। ফলে মুসলিম সমাজে তাসাওউফ এক সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়। কিন্তু এক সময়ে তাসাউফের নামে ভণ্ডামীর চিত্র পরিদৃষ্ট হয়। ফলে এক শ্রেণীর ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ যথার্থ তাসাওউফকেও সংশয়ের চোখে দেখতে শুরু করলেন।

তাসাওউফ (তরিকত) থেকে ইসলামী চিন্তাবিদদের সন্দেহ নিরসনে এবং তাসাওউফ বা তরিকতের প্রকৃত স্বরূপ ও ব্যাখ্যা জনসম্মুখে তুলে ধরার মহৎ মানসে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দিতে যে সব মহান মনীষী নিরন্তন গবেষণা করে যান তাঁদের মধ্যে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (১২৭২-১৩৪০হিজরী) অন্যতম। তিনি যেমন শরিয়তের ইমাম (পথপ্রদর্শন), তেমনে তাসাওউফ (তরিক্বত)-এর

[১]. আলী ক্বারী : মিরকাত, কিতাবুল ইলম, ৩য় অনু ২/১৯০

ইমামও। বর্তমান বিশ্বের সকল প্রসিদ্ধ তরীকার খিলাফত ও ইজাযত তাঁর অর্জন ছিলো। ফলে তাসাওউফ শাস্ত্রের যাবতীয় পরিভাষা এবং এগুলোর বিধিপ্রয়োগ ও কার্যকরণ সম্পর্কেও তিনি সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি শুধু পীর-মুরিদীর মাধ্যমে ইলমে তাসাওউফ চর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন নি, বরং কতেক রিপুতাড়িত মুর্খ সূফী কর্তৃক তাসাওউফ চর্চার নামে সৃষ্ট যাবতীয় কুপ্রথা ও ভুল ধারণার সংশোধন ও তাসাওউফকে সুশৃঙ্খল নিয়মে ফিরিয়ে আনতে নিয়মিত কলম যুদ্ধও চালিয়ে যান।

ইলমে তাসাউফের দার্শনিক ব্যাখ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক ফাতাওয়া গ্রন্থ ছাড়াও তিনি নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকগুলো রচনা করেন। যেমন-

১. কাশফু হাকাইক ওয়া আসরার ওয়া দাকাইক।
২. বাওয়ারিক তালূহু মিন হাকীকাতির রূহ।
৩. আত্ তালাত্তুফ বি জাওয়াবি মাসাঈলিত তাসাওউফ।
৪. মাকালু উরাফা বি-ইযাযি শরয়ী ওয়া উলামা
৫. নাকাউস সুলাফা ফী আহকামিল বায়আতি ওয়াল খিলাফা
৬. আল্ ইয়াকুতাতুল ওয়াসিতাহ্ ফী- কালবি আকদির রাবিতা।

ইমাম আহমদ রেযার উপরিউক্ত রচনালীর আলোকে তাঁর তাসাওউফ বা তরীকত দর্শনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নে আলোচনা করা গেলো।

শরিয়ত ও তরিকত

শরিয়তের বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে যারা নিজেদেরকে সূফী বা তরিকতপন্থী বলে বেড়ায় তাদের স্বরূপ উন্মোচনে রচনা করেন 'মাকালু উরাফা....' গ্রন্থটি। তিনি এ গ্রন্থে শরিয়ত ও তরিকতের নিগূঢ় রহস্য তুলে ধরেন। তাঁর মতে, 'শরিয়ত হচ্ছে-তাসাউফের পথ-পরিক্রমায় প্রারম্ভিক স্তর। শরিয়ত সূফীর আধ্যাত্মিক পথ-পর্যটনের প্রথম ও অপরিহার্য অংশ। শরীয়তের যথার্থ চর্চা ও অনুশীলন ছাড়া মারিফাত (খোদা-পরিচিতি- যা একজন সূফীর পরম লক্ষ্য) অর্জন অসম্ভব। শরিয়ত তাসাউফের পথে উন্নতি ও সফলতা লাভের একমাত্র চাবিকাঠি।' শরিয়ত ও তরিকতের সঠিক স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন-

এক. এ কথা বলা যে, শরিয়ত হচ্ছে, 'কিছু সংখ্যক বিধি-বিধান, ফরয, ওয়াজিব, হালাল ও হারামের নাম' নিছক অন্ধপনাই, বরং শরিয়ত হচ্ছে- সমস্ত বিধি-বিধান, দেহ ও প্রাণ, রূহ ও হৃদয় এবং সমস্ত উলূম-ই ইলাহিয়্যাহ এবং অপরিসীম জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই ধারক। তন্মধ্যে এক টুকরার নাম হচ্ছে তরিকত ও মারিফাত। ...সমস্ত হাকিকীতকে পবিত্র শরিয়তের উপর পেশ করা ফরয।

যদি তা শরীয়ত অনুযায়ী হয়, তবে গ্রহণযোগ্য; অন্যথায় পরিত্যাজ্য ও ঘৃণিত। সুতরাং নিশ্চিত ও অকাট্য কথা হচ্ছে- শরিয়তই মূল বিষয় ও মূল ভিত্তি।[২]

দুই. ইলমে তরিকত (তাসাওউফ) চর্চার মাধ্যমে একজন সূফীর হৃদয়ে যা কিছু উদ্ঘাটিত হয়, তা শরিয়তের উপর আমল করারই ফলমাত্র। নতুবা শরিয়তের অনুসরণ ব্যতীত গোপনীয় তথ্য উদ্ঘাটন (কাশফ অর্জন) তো পাদরী, যোগী এবং সন্নাসীদেরও হয়ে থাকে। কিন্তু শরিয়তবিহীন কাশফ সাধন উক্ত সাধকদেরকে জাহান্নাম ও কঠিন শাস্তির দিকে নিয়ে যায়।[৩]

তিন. শরিয়ত হলো মূল আর তরিকত হলো এর শাখা। শরিয়ত ঝর্ণার উৎসমূল আর তরিকত এ থেকে সৃষ্ট দরিয়া। শরিয়ত থেকে তরিকতকে পৃথক করা অসম্ভব ও সুকঠিন। শরিয়তের উপর তরিকত নির্ভরশীল। শরিয়ত হল সবকিছুর মূল ও মাপকাঠি। শরিয়ত হল এমন মহা সড়ক যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এটা বাদ দিয়ে মানুষ যে পথ অবলম্বন করে তা আল্লাহর পথ থেকে যোজন দূর। শরিয়তকে পাশ কাটিয়ে তরিকত চর্চা অবৈজ্ঞানিক ও অসম্ভব। শরিয়তের অনুসরণ ব্যতীত সমস্ত পথ প্রকৃতার্থে রহিত ও ভ্রষ্ট।[৪]

চার. শরিয়তের প্রয়োজন একেকজন মুসলমানের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রতি পলকে। প্রতিটি মুহূর্তে আমৃত্যুই; আর তরিকতে যারা পা রাখে তাদের জন্য আরো বেশী প্রয়োজন। বস্তুত রাস্তা যতোই সরু ও বন্ধুর হয়, পথপ্রদর্শকেরও ততো বেশী প্রয়োজন হয়।[৫]

প্রকৃত সূফীর পরিচয়

একজন প্রকৃত সূফীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সূফী' হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে আপন প্রবৃত্তিকে শরিয়তের অনুসারী করে; ওই ব্যক্তি নয়, যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে শরিয়ত ছেড়ে দেয়। শরিয়ত হচ্ছে খাদ্য আর তরিকত হচ্ছে শক্তি। যখন আহার বর্জন করা হয়, তখন শক্তি আপসে বিদায় নেয়।'[৬]

---

২. ইমাম আহমদ রেযা : মাকালু উরাফা... (উর্দু) পৃ-২, রেযা একাডেমী, ভারত
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮
৬. ইমাম আহমদ রেযা : ই'তিকাদুল আহবাব..., ইদারা-ই ইশাআতে রেযা, বেরিলী, পৃ.-২৭

ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি একজন প্রকৃত সূফীর জন্য শরিয়তের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়াকে অপরিহার্য বলে জানেন। তিনি বিখ্যাত সূফীদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন–

> 'আউলিয়া-ই কেরাম বলেন, মূর্খ সূফী শয়তানের খোরাক।... ইলমবিহীন সাধনাকারীদেরকে শয়তান আঙ্গুল দ্বারা নাচায়, মুখে লাগাম ও নাকে রশি লাগিয়ে যেদিকে ইচ্ছা টেনে বেড়ায়। (আর অজ্ঞতার দরুন) তারা মনে করে ভাল কাজ করছে।'... ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, যে ব্যক্তি প্রথমে শরিয়তের ইলম শিক্ষা করে তাসাউফে কদম রাখলো, সে সফলকাম হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার পূর্বে সূফী হতে চেয়েছে, সে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলেছে।'[৭]

একজন প্রকৃতি মু'মিন-মুসলমানের জন্য শরীয়তের প্রতিটি বিধি-বিধান মেনে চলা অপরিহার্য। কিন্তু একজন প্রকৃতি সূফীকে শরিয়তের বিন্দু বিসর্গের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ, আল্লাহ-রসূলের নৈকট্য যার যতো বেশী হাসিল হবে, শরিয়তের বিধানাবলী ততো বেশী তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। তাই বলা হয়ে থাকে, 'সাধারণ নেক্কার বান্দাদের সৎকার্যাদি, নৈকট্যধন্য বান্দাদের জন্য গুনাহর সামিল'। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ রেযা বিখ্যাত সূফীসাধক হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এর উক্তি উদ্ধৃতি করে বলেন–

> –একদিন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী, ওমর বোস্তামীর পিতাকে বললেন, চলুন ওই ব্যক্তির নিকট যাই, যে নিজেকে ওলী বলে প্রকাশ করেছেন এবং পরহিযগার বলে মানুষের নিকট আকর্ষণীয় ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁরা তার নিকট গিয়ে দেখলেন, ঘটনাচক্রে তিনি কেবলার দিকে থুথু ফেলেছেন। তা দেখে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাকে সালাম না করেই ফিরে এলেন এবং বললেন, ওই ব্যক্তি শরীয়তের একটি আদব রক্ষার ব্যাপারে যখন বিশ্বস্ত হতে পারলো না, সে কী করে আল্লাহর রহস্যাদির ব্যাপারে বিশ্বস্ত হতে পারে![৮]

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি আরো বললেন, 'কোন ব্যক্তিকে হাওয়ায় উড়তে বা চারজানু হয়ে শূন্যে বসে থাকতে দেখে ধোঁকায়

---

৭. আবদুল মুবীন নু'মানী : ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত (অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মান্নান), আনজুমান, চট্টগ্রাম, পৃ-৬৮

৮. ইমাম আহমদ রেযা : মাকালু- উরাফা... (উর্দু) পৃ-১৮

পতিত হয়ো না, যতক্ষণ ফরয-ওয়াজিব-মাকরূহ-হারাম ও শরিয়তের সীমারেখা এবং আদব রক্ষার ব্যাপারে তার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত না হও।'[৯]

সূফীদের স্তর বিন্যাস

'মিরআতুল আসরার' গ্রন্থপ্রণেতা হযরত আবদুর রহমান চিশতীর মতে সূফীদের ৭টি স্তর রয়েছে। যেমন- ১. তালিবীন, ২. মুরীদীন, ৩. সালিকীন, ৪. সা'য়িরীন ৫. তা'য়িরীন, ৬. ওয়াসিলীন ৭. কুতুবে এরশাদ।[১০]

ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সূফীদেরকে প্রথমত ৪টি স্তরে ভাগ করেছেন। যেমন- ১. সালেহীন, ২. সালিকীন, ৩. ফানীয়্যিন, ৪. ওয়াসিলীন। শেষোক্ত 'ওয়াসিলীন' কে তিনি দশটি স্তরে ভাগ করেছেন- যেমন- ১. নুজাবা, ২. নুকাবা, ৩. আবদাল, ৪. বুদালা, ৫. আওতাদ, ৬. আমামাইন ৭. গাউস, ৮. সিদ্দীক ৯. নবী ১০. রসূল। তাঁদের মধ্যে প্রথম তিন স্তরের লোকেরা 'সায়ির ইলাল্লাহ্' (سير الى الله) অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার মর্যাদায় গিয়ে পৌছেন আর বাকীরা হচ্ছেন 'সায়ির ফিল্লাহ্' (سير في الله) অর্থাৎ আল্লাহতেই বিলীনের মর্যাদায় উপনীত।[১১]

সূফীর চরিত্র ও স্বভাব

ইলমে তাসাওউফ অন্তরের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনকে কলুষমুক্ত করে সুন্দর ও মনোরম জীবন গড়ে তোলতে তাসাউফের সাধনা সন্দেহাতীতভাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে তরীকতপন্থীকে বিশেষ কতগুলো জিনিস পরিবর্জন এবং অর্জনের মাধ্যমে জাহিরী ও বাতিনী উভয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে অগ্রসর হতে হয়।

একজন প্রকৃত সূফীর জাহিরী জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ৪০টি দোষ পরিহার করার প্রতি নির্দেশ করেন। ওই ৪০টি দোষ হচ্ছে-

১. রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত/মনোভাব) ২. ওজব (খোদ-পসন্দী) ৩.হাসদ (হিংসা) ৪. কিনা (দ্বেষ) ৫. তাকাব্বুর (অহংকার) ৬. হুব্বে মাদাহ্ (স্বীয় প্রশংসার মোহ্) ৭. হুব্বে জাহ্ (বিলাস মোহ) ৮. মহব্বতে দুনিয়া (পার্থিব মোহ)

---

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১০. আবদুর রহমান চিশতী : মিরআতুল আসরার (উর্দূ), আদবী দুনিয়া, ভারত, পৃ.-৪৯

১১. মোস্তফা রেযা : মালফুযাত-ই আ'লা হযরত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.-২২

৯.তলবে শুহরাত (যশ-খ্যাতির মোহ) ১০.তা'যীম-ই উমারা (ধনাঢ্য ও নেতৃস্থায়ী লোককে তার ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তির কারণে সম্মান দেখানো) ১১. তাহকীরে মাসাকীন (গরীব-দরিদ্রের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যভাব) ১২. ইত্তেবা-ই শাহ্ওয়াত (কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ) ১৩. মদাহিনাত (খোশমোদ বা তোষামোদ করা) ১৪. কুফরানে নি'মাত (নিয়ামতের কুফরী) ১৫. হিরস (লোভ-লালসা) ১৬. বুখল (কৃপনতা) ১৭. তোল-ই আমল (বেশী কামনা) ১৮. সূউ-ই যান (মন্দ ধারনা) ১৯. এনাদ-ই হক্ব (সত্য হতে বিমুখ) ২০. এসরার-ই বাতিল (অসত্যের অবতারণা) ২১. মকর (প্রতারণা) ২২. উযর (আপত্তি) ২৩. খিয়ানত (আত্মসাৎ করা) ২৪. গাফলাত (অলসতা) ২৫. কাসওয়াত (পাষণ্ডতা) ২৬. তাম'আ (লোভ) ২৭. তামাল্লুক (চাটুকারিতা) ২৮. ই'তিমাদ-ই খাল্ক (সৃষ্টির উপর ভরসা) ২৯. নিসয়ান-ই খালিক (স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া) ৩০. নিসয়ান-ই মাওত (মৃত্যুর কথা ভুলে যাওয়া) ৩১. জুরআত আলাল্লাহ্ (আল্লাহর প্রতি দুঃসাসিকতা) ৩২. নিফাক (কপটতা) ৩৩. ইত্তিবা-ই শয়তান (শয়তানের অনুসরণ) ৩৪. বন্দিগীয়ে নাফস্ (কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব) ৩৫. রাগবত-ই বতালত (বেহুদাপনার প্রতি আসক্তি) ৩৬. কারাহাত-ই আমল (মন্দ কাজের প্রতি ঝোঁক প্রবণতা) ৩৭.ক্বিল্লাত-ই খাশয়াত (খোদাভীতির অপ্রতুলতা) ৩৮. জয'আ (অধৈর্য্য হওয়া) ৩৯. 'আদমে খুশু (বিনয়-নম্রতার অভাব) এবং ৪০. গযব লিন নাফস্ ওয়া তাসাহুন ফিল্লাহ্ (নাফসের কারণে নারাজ হওয়া, এবং আল্লাহর প্রতি উদাসীনতা।[১২]

উপরিউক্ত দোষগুলো পরিহার করার সাথে সাথে অন্তর ও শরীর উভয়ের উপর যতো খোদায়ী বিধান কার্যকর সবই মেনে চলার মাধ্যমে একজন মুসলমান ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার দরজায় গিয়ে উপনীত হতে পারে। এ পর্যন্ত এসে একজন মুসলমান সূফীদের প্রথম স্তর 'তালিবীন' বা 'সালিহীন'-এর মর্যাদায় পৌছে মাত্র। এটা সুফী সাধনার প্রারম্ভিক স্তর। এটাকে 'ফালা-ই তাক্ওয়া' বলা হয়। এ 'তাকওয়া' অবলম্বন করা সাধারণত প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ফরযে আইন (অবশ্যই করণীয়)।

'ফালাহ-ই তাক্ওয়া' অর্জনের স্তর পর্যন্ত তরিকতের প্রচলিত নির্দিষ্ট পীর-মুরশিদের হাতে বায়আতের প্রয়োজন নেই। বরং এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধান অনুসরণ করার জন্য শরিয়তের ইমামগণের কারো আনুগত্য (তাক্বলীদ) করাই যথেষ্ট। তাঁরা এ ক্ষেত্রে 'মুরশিদ-ই আম' হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রকার মুকাল্লিদ মুসলমানের (ইমাম চতুষ্টয়ের কোন এক জনের

---

[১২]. ইমাম আহমদ রেযা : বায়আত ও খিলাফতের বিধান, (বাংলা), পৃ.৫৩-৫৪

অনুসারী) তরীকতের প্রচলিত বায়আত না থাকলে তাকে 'যার পীর নেই তার পীর শয়তান'- এ বিধানে অন্তর্ভুক্ত করা নিছক বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্গন এবং তরিকত সম্পর্কে অজ্ঞতার নামান্তর। কিন্তু ইমাম চতুষ্টয়ের কারো একজনের 'তাক্বলীদ' কে স্বীকার না করে কেউ যদি নিজ খেয়াল-খুশী মতো শরিয়তের উপর আমল করতে চায় নিঃসন্দেহে সে পীরহীন। আর পীরহীন ব্যক্তি শয়তানের শিষ্য। সূফীদের উক্তি- 'যার পীর নেই তার পীর শয়তান'- এ সব গায়রে মুকল্লিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কারণ মাযহাবের অস্বীকার করাতে 'মুরশিদ-ই 'আম'-এর আনুগত্য তার কাঁধে নেই।

আর আল্লাহর সাথে মিলনই হচ্ছে সুফী জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে একজন সূফীকে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। সূফীর এ যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ ও সুগম নয় বরং যেমনি কন্টকাকীর্ণ ও দুর্গম, তেমনি দীর্ঘ। এটা হচ্ছে 'ফালাহ-ই ইহসান' অর্জনের স্তর। তাই এ পথে একাকী চলা নিরাপদ নয় বিধায় একজন কামিল মুরশিদের দীক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন পড়ে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন–

> –তরিকতের এ পথ-পরিক্রমায় এমন অনেক সুক্ষ্ম ও দুর্গমপথ রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ পথের উঁচু-নীচু সবকিছু সম্পর্কে অবগত কামিল ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক পথ দেখিয়ে না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ পথ দিয়ে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। তরিকত বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন এবং এই মতে অনুশীলন এখানে কোন কাজ দেবে না।... আল্লাহর একান্ত নৈকট্যলাভের যে অগণিত পথ রয়েছে ওই প্রত্যেক পথের দুর্গমতা, সূক্ষ্মতা ও অবতরণস্থল ভিন্ন ভিন্ন, যা না নিজে বুঝতে পারবে, না তাসাওউফগ্রন্থ বলে দেবে। সে সাথে ঐ পুরাতন শত্রু, প্রতারক, অভিশপ্ত ইবলীশ তো সর্বদা লেগেই আছে। যদি সাহায্যকারী সাথে না থাকে, তবে আল্লাহ্ ভাল জানেন কোন গর্তে পতিত করে, কোন ঘাটে ধ্বংস করে বসে। তখন সুলূক (সাধনা) তো দূরে, (আল্লাহ্ না করুক) ঈমান পর্যন্ত হাত ছাড়া হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। অনেক তরিকতের সাধকদের বেলায় এ রকম ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে।[১৩]

তাসাওউফ বা তরিকতের এই অনুশীলন আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ সান্নিধ্য ও মর্যাদা অর্জনের জন্য করা হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে 'ফালা-ই ইহসান'। 'ফালাহ-ই

---

[১৩]. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

তাক্ওয়া'র অর্জনের মতো এটা কারো জন্য ফরয নয়। কারণ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। তাই আল্লাহর ওলীগণও লোকদেরকে এ পথে সার্বজনীন দাওয়াত দেন নি। আবার এ পথের অনেক অভিযাত্রীকে এ ব্যাপারে অযোগ্য পেয়ে মাঝ পথ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বায়আত কি?

'মুরশিদ-ই 'আম'-এর আনুগত্যের পাশাপাশি তরিকতের প্রচলিত বায়আতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া সূফী তরিকার অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রকৃত সালিক (তরীকত পথের যাত্রী) -এর জন্য পীর-মুরশিদ নির্বাচন করা এক সুকঠিন ব্যাপার। কারণ, বর্তমানে পীর হওয়াকে অনেকে লাভজনক ব্যবসা মনে করে থাকে। ফলে যোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হয়ে অনেকেই পূর্বপুরুষদের বুযুর্গীর সুবাদে নিজেকে শুধুমাত্র বংশীয় ধারায় পীর-মুরশিদ, হাদী-মাহাদী, রাহবার ইত্যাদি সেজে তরিকত ও তাসাউফের পথকে কলুষিত করে তুলেছে। তাই ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বায়াআতের অর্থ, বায়আতের প্রকারভেদ ও কোন প্রকার বায়আতের জন্য কোন ধরনের পীর-মুরশিদ আবশ্যক এবং তাদের যোগ্যতার মানদণ্ড কি? -এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন-

> 'বায়আত মানে পরিপূর্ণভাবে বিক্রি হওয়া। অনেকে বায়আতকে রসম বা প্রথানুসারে করে থাকে, বায়আতের অর্থ জানে না। বায়আতের আসল মর্মার্থ এ ঘটনা থেকে বুঝে নেওয়া উচিত। তা হচ্ছে, একদিন হযরত ইয়াহয়া মুনীরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির এক মুরীদ নদীতে ডুবে যাচ্ছিলো, হযরত খাযির আলাইহিস্ সালাম আত্মপ্রকাশ করলেন। আর বললেন, তোমার হাত আমাকে দাও! আমি তোমাকে পানি থেকে বের করে আনবো। মুরিদ আরজ করলো, এ হাত আমি হযরত ইয়াহয়া মুনীরীকে দিয়ে রেখেছি। এখন অন্য কাউকে দেবো না। তখন হযরত খাযির অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর হযরত ইয়াহয়া মুনীরী আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তাকে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করলেন।[১৪]

বায়আত, পীর-মুরশিদের প্রকারভেদ ও পীরের যোগ্যতা

উল্লেখ্য যে, বায়আত দু'প্রকার। ১. বায়আত-ই বরকত ২. বায়আত-ই ইরাদত। বায়আতের এ প্রকারদ্বয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন-

---

[১৪]. আবদুল মুবীন নু'মানী : ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত, পৃ. ৫৯ ও মোস্তফা রেযা : মালফুযাত ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১

এক.'বায়আত-ই বরকত' হচ্ছে- শুধু বরকত হাসিলের জন্য তরীকতের সিলসিলায় দাখিল হওয়া। আজকাল লোকেরা সাধারণভাবে এ বায়আতই গ্রহণ করে থাকে। তাও ভাল নিয়্যতে হতে হবে। অনেকে পার্থিব কোন ফাসিদ উদ্দেশ্যে বায়আত হয়ে থাকে তা আলোচনার বাইরে।... এ বায়আত গ্রহণ করাও অনর্থক নয় বরং ইহলোক ও পরলোকে এটাও অনেক উপকারে আসবে। আল্লাহর প্রিয়-বান্দাদের গোলামদের দপ্তরে নাম লিপিবদ্ধ হওয়া, তাঁদের সিলসিলার সাথে মিলিত হয়ে যাওয়া মূলত সৌভাগ্যই।[১৫]

এ প্রকার বায়আতের জন্য পীরকে 'শায়খ-ই ইত্তিসাল' হতে হবে। আর 'শায়খ-ই ইত্তিসাল' হচ্ছেন এমন পীর যার হাতে বায়আত করলে মুরীদের সম্পর্ক পরম্পরা হুযূর পুরনূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে মিলিত হয়। আর এ প্রকার পীরের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় বায়আত করা না-জায়েয হবে। যেমন-

১.তরিকতের শায়খের সিলসিলা পরম্পরা সঠিক পন্থায় হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছা, মাঝখানে কেউ বাদ না পড়া।

২.তরিকতের শায়খ সুন্নী ও বিশুদ্ধ আক্বিদাধারী হওয়া।

৩.আলিম হওয়া। কমপক্ষে এতটুকু ইলম থাকা জারুরি যে, কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের জরুরি মাসাইল কিতাব থেকে নিজেই বের করতে পারা।

৪.পীর ফাসিক-ই মু'লান (প্রকাশ্য ফাসিক) না হওয়া।[১৬]

দুই.'বায়আত-ই ইরাদত' হচ্ছে নিজের ইচ্ছা ও ইখতিয়ার থেকে পুরোপুরিভাবে বের হয়ে শায়খ ও মুরশিদ, হাদী-ই বরাহক ও আল্লাহর প্রকৃত ওলীর হাতে একেবারে সোপর্দ করে দেওয়া। তাঁর কাছে জীবিত হয়েও মৃত্যের মতো থাকা। এটা হচ্ছে সালিক বান্দাদের বায়আত। এটাই মাশাইখ ও মুরশিদের উদ্দেশ্য ও কাম্য। এ ধরনের বায়আত সালিককে আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছায়।[১৭]

---

১৫. ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এখানে এ বায়আতের ৩টি বিশেষ উপকারের কথা উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত জানতে 'বায়আত ও খিলাফতের বিধান' বঙ্গানুবাদ পুস্তকটি পাঠ করুন।

১৬. ইমাম আহমদ রেযা : বায়আত ও খিলাফতের বিধান, পৃ. ৫৮

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ.-৬৩

এ প্রকার বায়আতের জন্য পীরকে 'শায়খ-ই ইসাল'-এর মর্যাদায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আর 'শায়খ-ই ইসাল' হচ্ছেন এমন পীর, যিনি 'শায়খ-ই ইত্তিসাল'-এর যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক হওয়ার সাথে সাথে নফসের ক্ষতিকর বস্তু, শয়তানের প্রতারণা, কামনা-বাসনার ফাঁদ সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন। মুরিদকে তরীকতের প্রশিক্ষণ দিতে জানেন এবং নিজ মুরিদদের প্রতি এমন স্নেহপরায়ণ যে তাকে তার দোষত্রুটি ধরিয়ে দেন এবং সংশোধনের পন্থা বাতলিয়ে দেন। আর তরিকতের পথ-পরিক্রমায় যতো অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা' মীমাংসা করে দেন। তিনি শুধু না 'সালিক', না শুধু 'মাজযূব'।... শুধুমাত্র 'সালিক' বা শুধুমাত্র 'মাজযূব'-এরা উভয় 'শায়খ-ই ইসালা' হতে পারেন না। কারণ প্রথমজন (সালিক) তো স্বয়ং এখন (তরিকতের) পথে রয়েছেন আর অন্যজন (মাজযূব) মুরীদকে প্রশিক্ষণ দিতে অক্ষম। বরং এ প্রকার পীরকে হয় 'মাজযূব-ই সালিক' হতে হবে, না হয়, 'সালিক-ই মাজযূব' হতে হবে। উভয়ের মধ্যে প্রথমজনই উত্তম।[১৮]

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'ফালাহ-ই ইহসান'-এর মর্যাদা অর্জন করাই তরিকতের চরম ও পরম লক্ষ। এ ফালাহ- (কল্যাণ) অর্জনের মাধ্যমেই 'সালিক' আল্লাহ ও তাঁর রসূলের একান্ত সান্নিধ্য লাভ করে থাকে। তাই 'ফালাহ-ই ইহসান' এর মর্যাদা লাভের জন্য শায়খ-ই ইসালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর তাঁর হাতে বায়আত-ই ইরাদতই করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বায়আত-ই বরকত যথেষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লিখেছেন যে,

'তরিকতের সূক্ষ্ম পথে (ইহসানের পথে) 'মুরশিদ-ই খাস' এর হাতে 'বায়আত-ই ইরাদত' গ্রহণ করা ছাড়া কদম রাখলে ওই সালিকের বিপদগামী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'শায়খ-ই ইত্তিসাল' কোন কাজ দেবে না। বরং 'শায়খ-ই ইসাল'-এর হাতে 'বায়আত-ই এরাদত' করতে হবে। হ্যাঁ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যদি তার প্রতি হয় তবে তরিকতের সব বিপদ হতে মুক্তি পাবে। তখন তার পীর স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। (তবে এটা এমন দূর্লভ বিষয় যার উপর সাবর্জনীন বিধান বর্তায় না।)[১৯]

---

[১৮]. পূর্বোক্ত, পৃ.-৬০ (এ প্রকার পীরের বৈশিষ্ট্য জানতে হলে আ'লা হযরত রচিত 'বায়আত ও খিলাফতের বিধান' গ্রন্থটি পর্যালোচনা করুন।)

[১৯]. পূর্বোক্ত, পৃ.-৮৭

কাশ্‌ফ (অতিন্দ্রীয় অনুভূতি)

তাসাওউফ দর্শনে 'কাশ্‌ফ' বা অতিন্দ্রীয় অনুভূতি হচ্ছে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি, যার সাহায্যে সাধক ভূত-ভবিষ্যত জগতের দৃশ্য, অদৃশ, আত্মা, আল্লাহর জাত ও সিফাতকে জানতে প্রয়াস পান। অনেক তরিকতপন্থী সূফীর নিকট কাশফলব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। কিন্তু ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রসিদ্ধি তরিকতের ইমামদের উক্তি উদ্ধৃতিপূর্বক লিখেছেন-

> 'আল্লাহর ইলমের মধ্যে ওলীর কাশ্‌ফ ওই ইলমকে অতিক্রম করতে পারে না। যা আল্লাহর নবী কিতাব ও ওহী দ্বারা দান করেছেন। এ স্থানে হযরত জুনাইদ বোগদাদী বলেন, আমাদের সূফীদের ইলম (হাল ও কাশ্‌ফ) আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত দ্বারা আবদ্ধ।.... যে কাশফের স্বপক্ষে কিতাবুল্লাহ্‌ ও সুন্নাতে রসূল সাক্ষ্য না দেয়, তা কোন বস্তুই নয়।.... সুতরাং ওলীর ইলম কিতাবুল্লাহ্‌ ও সুন্নাতে রাসূলের বাইরে যাবে না। আর যদি সামান্যও বের হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে যে, এটা ইলমও নয়, কাশ্‌ফও নয়। বরং চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে যে, সেটি নিছক মূর্খতাই।[২০]

আল্লাহ্‌ তা'আলা শয়তানকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন, সে কাশফের অধিকারী ব্যক্তিকে গোলক ধাঁধায় পতিত করে। ফলে ঐ কাশফের দাবীদার সেটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে ধারণা করে বসে। এটার উপর আমল করে নিজে যেমন পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে থাকে। এ জন্য তরিকতের ইমামগণ কাশ্‌ফ দ্বারা অর্জিত ইলমের উপর আমল করার পূর্বে তা কিতাবুল্লাহ্‌ ও সুন্নাতে রাসূলের মাপকাঠিতে যাচাই করে নেন। যদি তা কিতাবুল্লাহ্‌ ও সুন্নাতে রাসূলের অনুরূপ হয় তবে আমলযোগ্য, নতুবা ওটার উপর আমল করা হারাম।

সামা

আল্লাহর প্রেমমূলক সঙ্গীতকে 'সামা' বলে অবিহিত করা হয়। 'হামদ' (আল্লাহর স্তুতি), না'ত (হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশস্তি), গযল (আল্লাহ্‌র প্রেমমূলক গান), মুরশিদী (পীর-মুরশিদের প্রশংসামূলক সঙ্গীত), মারিফাতী (তত্ত্বমূলক গান), আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত প্রভৃতিকে 'সামা' বা বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। উপরিউক্ত সামাসমূহ শুনা মুবাহ্‌ (বৈধ)। এ ছাড়া পৃথিবীর সর্বপ্রকার গানবাদ্য হারাম। সামা বা আধ্যাত্মিক

---

২০. ইমাম আহমদ রেযা : মাকালু- উরাফা, পৃ. ২৫

সঙ্গীত দ্বারা সূফীগণ নিজ অন্তরে আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে এবং আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট হন। সামা এর শ্রবণকারীকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে টেনে নিয়ে যায় এবং মুহূর্তে সাধকের মনে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তোলেন। 'সামা' প্রকৃত শ্রবণকারীকে 'জজবার' (ভাবনোদনা) পর্যায়ে নিয়ে যায়। তাই চিশতীয়া ও মৌলবীয়া তরীকার সূফীগণ কিছু শর্ত সাপেক্ষে 'সামা' শ্রবণকে বৈধ বলে মত দিয়েছেন। ইমাম আহমদ রেযা রাহমাহতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও কিছু শর্তসাপেক্ষে 'সামা'-এর বৈধতার উপর মত প্রদান করেছেন। তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আউলিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, 'সামা' বৈধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো অপরিহার্য।

১. যিনি 'সামা' বলবেন, তিনি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হতে হবে। মহিলা বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে হলে চলবে না।

২. 'সামা' আল্লাহ-রাসূলের মহব্বত বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে হতে হবে। অর্থাৎ সামা শ্রবণকারী আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হতে পারবে না।

৩. যা 'সামা' হিসেবে আবৃত্তি করা হবে তা মন্দ, অযথা উপহাসমুক্ত হতে হবে।

৪. সামার অনুষ্ঠান বাদ্যযন্ত্র মুক্ত হতে হবে।

উপরিউক্ত শর্তের ভিত্তিতে 'সামা' হালাল বলে সাব্যস্ত হবে।'[২১]

সুতরাং সূফী-ই কিরামের উদ্ভাবিত 'সামা- মাহফিল'-এর সাথে আজকের যুগের সামা বা কাউয়ালীর দূরতমও সম্পর্ক নেই। ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বাদ্যযন্ত্র সহকারে 'সামা' বা কাউয়ালী করা সম্পর্কে বলেন,

> শুধু কাউয়ালী করা জায়েয আছে। আর বাদ্যযন্ত্র হারাম। এ ব্যাপারে চিশ্‌তীয়া তরিকতপন্থীদের মধ্যে বেশী বাড়াবাড়ি দেখা যায়। অথচ হযরত সুলতানুল মাশায়েখ মাহবুবে ইলাহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ শরীফে' বলেছেন, বাদ্যযন্ত্র হারাম। হযরত শরফুল মিল্লাত ওয়াদ দীন ইয়াহিয়া মুনীরী বাদ্যযন্ত্রকে ব্যাভিচারের সাথে তুলনা করেছেন।'[২২]

আমাদের দেশে ওরসের নামে আজ যেভাবে বাদ্য-বাজনা, নাচ-গান, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলছে তা যেমন গর্হিত কাজ তেমনি দ্বীন-ইসলামের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপের শামিল।

---

[২১]. মাকালু- উরাফা, পৃ. ৩৮

[২২]. ইমাম আহমদ রেযা : আহকামে শরীয়ত (বাংলা), পৃ. ১৪৮

এ বিষয়ে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বে-আমল মিথ্যুক সূফীদের স্বরূপ উন্মোচন করতেও দ্বিধা করেন নি। তিনি লিখেছেন-

> -কোন কোন মূর্খ, মন্দ ধরনের মাতাল, আধা মোল্লা, প্রবৃত্তি পূজারী কিংবা ভণ্ড-সূফী এ ব্যাপারে তৎপর যে, তারা সহীহ্, মরফূ ও মুহকাম হাদীস শরীফের মোকাবেলায় কোন কোন দুর্বল কিস্সা কিংবা সন্দেহপূর্ণ ঘটনা অথবা অস্পষ্ট অর্থবোধক বিষয়াদি পেশ করে থাকে। তাদের এতটুকু বিবেক নেই কিংবা স্বেচ্ছাই বিবেকহীন সেজে বসে। বস্তুত সহীহর সামনে দুর্বল, সন্দেহমুক্ত-এর সামনে সন্দেহযুক্ত, 'মুহকাম'-এর সামনে 'মুতাশাবিহ' কে পরিহার করা ওয়াজিব।... আহা! যদি তারা গুনাহকে গুনাহ্ বলে জানতো! স্বীকার করতো! এ হঠকারিতা আরো জঘন্য যে, উচ্চাভিলাষকেও লালন করবে, অপবাদও প্রতিহত করবে! নিজের জন্য হারামকে হালাল বানাবে। শুধু তা নয়, বরং আল্লাহর পানাহ্! এর অপবাদ আল্লাহর মাহবূব বান্দাগণ ও চিশতিয়া তরীকাত শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গগণের উপর আরোপ করে; না আল্লাহকে ভয় করে, না বান্দাদের সামনে লজ্জাবোধ করে।...
>
> অথচ খোদ্ হুযূর মাহবূবে ইলাহীর খলিফা মাওলানা ফখরুদ্দীন যারাভী খোদ হুযূরের নির্দেশে সামা'র মাসআলায় একটি পুস্তক 'কাশ্ফুল কানা আন উসূলিস্ সামা' লিখেছেন। তাতে পরিস্কারভাবে লিখেছেন- 'আমাদের মাশাই-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর সামা ওই বাদ্যযন্ত্রের অপবাদ থেকে পবিত্র। তাতো নিছক কাওয়ালের আওয়াজ মাত্র ওইসব শ্লোক সহকারে সেগুলো আল্লাহর শিল্পকর্ম সম্পর্কে খবর দেয়।'
>
> আল্লাহর ওয়াস্তে ইনসাফ করুন! খান্দানে চিশতীয়ার ওই মহান ইমামের এ এরশাদ গ্রহণযোগ্য হবে, না আজ-কালকার ওই সবলোকের ভিত্তিহীন অপবাদ ও প্রকাশ্য ফ্যাসাদ।'[২৩]

নির্জনবাস

জীবনবিচ্ছিন্ন, সংসারত্যাগী সন্ন্যাস জীবন, প্রায়শই নির্জনস্থানে জীবনবর্জিত হয়ে ধ্যানমগ্ন হওয়াকে অনেকেই 'তাসাওউফ বা তরিকতচর্চা' বলে। এরূপ তরিকতচর্চা ইসলাম অনুমোদন করে না। ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা

---

২৩. ইমাম আহমদ রেযা : আহকামে শরীয়ত (বাংলা), পৃ. ৬১

আলায়হিও ওই তাসাওউফ চর্চার ঘোর বিরোধী। মানবজীবনের সার্থক ও পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে পার্থিব- অপার্থিব, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাই তাঁর মতে, দীনের প্রচারকার্য ছেড়ে দিয়ে নির্জনে আধ্যাত্ম-সাধনা আলেমদের জন্য অনুচিত বরং নিঃস্বার্থে, সৎ নিয়্যাতে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে যাওয়া হচ্ছে- সবচেয়ে বড় মুজাহিদা। এ প্রসঙ্গে তিনি ইমাম আবূ ইসহাক ইসফেরানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাহি'র ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'ইমাম আবূ ইসহাক যখন দেখলেন তাঁর দেশে বাতিলপন্থীরা মানুষের মাঝে বিদআতের বিষপাম্প ছড়াচ্ছে, আর অন্যদিন ওই যুগের বিশিষ্ট আলিমগণ সংসার ত্যাগ করে নির্জনে ইবাদত-বন্দিগীতে মশগুল। তিনি তাদেরকে গিয়ে বললেন –

يَا اَكَلَةَ الْحَشِيْشِ اِنَّهُمْ هٰهُنَا وَاُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ،

–হে শুষ্ক তৃণভোজীগণ! তোমরা এখানে নির্জনে ইবাদতে ব্যস্ত আর অন্যদিকে উম্মতে মুহাম্মাদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ফিতনায় নিমজ্জিত।'

তারা জবাবে বললেন, হে ইমাম! ওটা আপনারই দায়িত্ব। আমাদের দ্বারা তা হবে না। তখন তিনি তাদের থেকে ফিরে এসে বিদআতীর মোকাবেলায় আত্মনিয়োগ করলেন।'[২৪] ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মতে তাঁর এ প্রচেষ্টা লক্ষ নির্জন সাধনা থেকে উত্তম ছিল।

মুরীদের প্রতি উপদেশ

ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তরিকতে দীক্ষাপ্রাপ্ত মুরীদদের প্রতি যে উপদেশনামা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাতে তাঁর তাসাওউফ দর্শনের সঠিক পরিচয় মিলে। নিম্নে তা পেশ করা হলো–

১. 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআ'ত' এর আক্বীদা ও আমলের উপর সর্বদা অটল থাকুন, যার উপর হারামাঈন শরীফাঈনের ওলামা কেরাম রয়েছেন। সুন্নীদের বিরোধী যতো সম্প্রদায় রয়েছে, যেমন- ওহাবী, দেওবন্দী, রাফেযী, তাবলীগী, মওদুদী, নদভী, নাস্তিক, গায়রে মুক্বাল্লিদ, ক্বাদিয়ানী ইত্যাদি সবার থেকে পৃথক থাকবেন। আর তাদের সকলকে নিজের শত্রু ও বিরোধী বলে জানবেন। তাদের কথা শুনবেন না। তাদের সান্নিধ্যে বসবেন না। তাদের কোন লিখনী পড়বেন না। কারণ,

---

২৪. মালফূয, ১মখণ্ড, পৃ. ৮

(আল্লাহরই আশ্রয়!) মানব মনে কুমন্ত্রণা দিতে শয়তানের বেশী সময় লাগেনা। মানুষ যেখানে তার সম্পদ ও মান-সম্মানের ক্ষতির আশংকা করে সেখানে সে কখনো যায়না। মূলতঃ দ্বীন ও ঈমান হলো (মানুষের) সবচেয়ে বেশী প্রিয় বস্তু। এটার সংরক্ষণে সীমাতীত প্রচেষ্টা চালানো ফরয (অবশ্যই করণীয়)। সম্পদ ও পার্থিব জীবন পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দ্বীন ও ঈমান চিরস্থায়ী জগতে সর্বত্র ও সর্বদা কাজে আসে। সুতরাং এটার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বদা চিন্তা-ভাবনা করা অত্যাবশ্যক।

২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত সম্পন্ন করা অত্যন্ত দরকারী। পুরুষের জন্য মসজিদে জামাআ'ত সহকারে আদায় করাকে নিজের উপর অপরিহার্য কর্তব্য মনে করা ওয়াজিব। বে-নামাযী মুসলমান ফটোবন্দী মানুষের ন্যায়; প্রকাশ্য আকৃতিতে মানুষ হলেও মানুষের কাজ তার মাঝে নেই। বে-নামাযী শুধু সেই নয় যে কখনো নামায পড়েনি; বরং যে এক ওয়াক্তের নামাযও ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেবে সেও বে-নামাযীর শামিল। কারো চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কোন কারণে নামায ক্বাযা করা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতার শামিল ও মূর্খতা বৈ কিছু নয়। কোন মালিক, এমনকি কাফেরেরও যদি মুসলিম কর্মচারী থাকে সেও আপন কর্মচারীকে নামায আদায় করা থেকে বিরত রাখতে পারেনা। যদি (নামায আদায় করতে) নিষেধ করে তবে সেই চাকুরী করা অকাট্যভাবে হারাম (অর্থাৎ সম্পূর্ণ অবৈধ)। আর জীবিকার কোন মাধ্যমই নামাযকে বাদ দিয়ে কল্যাণ (বরকত) আনতে পারেনা। জীবিকা তো তাঁরই হাতে, যিনি নামায ফরয করেছেন। আর তা ছেড়ে দিলে তিনি ক্রোধান্বিত হন। (আল্লাহর নিকট তা থেকে পানাহ চাই।)

৩. জীবনে যতো নামায ক্বাযা হয়েছে ওই সব নামাযের এমন এক হিসাব নির্ধারণ করে নেবেন যাতে উক্ত অনুমানে কোন নামায বাদ পড়ে না যায়। বেশী হলে কোন অসুবিধার কারণ নেই। আর ঐসব অনাদায়ী নামায ক্রমশঃ যথাসম্ভব অতিসত্ত্বর আদায় করে নেবেন। অলসতা প্রদর্শন করবেন না। কারণ, মৃত্যুর সময় অজানা। আর যতোক্ষণ পর্যন্ত ফরয নিজ দায়িত্বে অনাদায়ী থেকে যায়, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোন নফল (আল্লহর দরবারে) কবুল হয়না। ক্বাযা নামাযের সংখ্যা যখন একাধিক হয়ে যায়, যেমন, একশ ওয়াক্তের ফরয নামায ক্বাযা হয়, তখন প্রত্যেকবার এভাবে নিয়্যত করবেন-'সর্বপ্রথম ঐ ফরয যা আমার ক্বাযা হয়েছে, সেটার

নিয়্যত করলাম।' যখন এটা আদায় হবে তখন বাদ-বাকীর মধ্যে যা সর্বপ্রথম থাকে সেটার নিয়্যত করবেন। এভাবে যোহর ইত্যাদি প্রত্যেক নামাযের নিয়্যত করবেন। ক্বাযা আদায় করার বেলায় শুধু ফরয ও বিতর অর্থাৎ প্রত্যেক দিনে ও রাতে সর্বমোট ২০ রাকআত নামায আদায় করতে হবে।

৪. জীবনে যতো রোযাও ক্বাযা হয়েছে পরবর্তী রমযান আসার পূর্বেই আদায় করে দেবেন। কেননা, হাদীস শরীফে আছে যতোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অনাদায়ী রোযার ক্বাযা আদায় করে দেয়া হবেনা, ততোক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী রোযা কবূল হয় না।

৫. যে ব্যক্তি সম্পদশালী, তিনি যাকাতও আদায় করে দেবেন। যতো বছরের যাকাত অনাদায়ী থেকে যাবে, তাও সত্ত্বর হিসাব করে আদায় করে দেবেন। প্রতি বছরের 'যাকাত' বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ভাগেই আদায় করে দেবেন। বছর পূর্ণ হওয়ার পর (যাকাত) দিতে বিলম্ব করা গুনাহ। সুতরাং বছরের প্রথম থেকে আস্তে আস্তে দিতে থাকবেন। বছর শেষে হিসাব করে যদি পুরো আদায় হয়ে যায় তবে তো ভাল কথা। অন্যথায় যতো বাকী থাকবে তা সত্ত্বর দিয়ে দেবেন। আর যদি কিছু বেশী আদায় হয়ে যায় হবে তা পরবর্তী বছর পুষিয়ে নেবেন। আল্লাহ তাআলা কারো ভালো কর্মকে বিনষ্ট করেন না।

৬. সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্ব পালন করাও মহা ফরয। আল্লাহ তাআলা সেটার ফরয হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার পর এরশাদ করেন- وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ، –অর্থাৎ "যারা কুফর করে, তবে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টি জগতের কারো মুখাপেক্ষী নন।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব বর্জনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, "সে চাই ইহুদী হয়ে মরুক, অথবা খ্রীষ্টান হয়ে।" আল্লাহরই পানাহ! কোন প্রকার আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে তা(পালন করা) থেকে বিরত থাকবেন না।

৭. মিথ্যা কথন, অশালীন ব্যবহার, চুগলখোরী, গীবত, যিনা, পায়ুমৈথুন (বা সমকাম), অত্যাচার, খেয়ানত (অবিশ্বস্থতা), রিয়া (লোক দেখানো), অহংকার, দাড়ি মুণ্ডানো, পাপাচারীদের অভ্যাস অবলম্বন করা, মোটকথা প্রত্যেক খারাপ অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকবেন। যে ব্যক্তি উপরোক্ত

সাতটি বিষয়ে যত্নবান হবে, আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তার জন্য বেহেশত রয়েছে।

স্মরণযোগ্য

ইয়াদ দারী কেহ্ ওয়াক্তে যাদনে তূ, হামাহ্ খনদাঁ বূদন্দ তূ গিরিয়াঁ।
আঁ ছুনাঁ জী কেহ্ ওয়াকতে মুরদনে তূ, হামাহ্ গিরিয়াঁ শাওয়ান্দ তূ খনদাঁ।

অনুবাদ

স্মর হে, যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
কেঁদেছিলে তুমি শুধু হেসেছিল সবে।
এমন জীবন তুমি করবে গঠন,
মরণে হাসবে তুমি কাঁদবে ভূবন।

তুমি যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর স্মরণে বিনয় ও কান্নাকাটি করতে থাকো, হাবীব ও মাহবূবে করীম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচ্ছেদে তোমার অন্তর যদি উত্তপ্ত থাকে, বক্ষ জ্বলে ও কান্নারত থাকে, তবে অবশ্যই অবশ্যই ইহধাম ত্যাগের সময় মাহবূবের সাক্ষাৎ পেয়ে তুমি হবে আনন্দিত. আর তোমার বিচ্ছেদের দরুণ সৃষ্টিজগৎ হবে ক্রন্দনরত ও শোকাহত।

হে প্রিয়! তোমার ঐ অঙ্গীকার স্মরণ রাখো, যা তুমি আল্লাহর সাথে এ অধম গুনাহগার বান্দার হাতে হাত রেখে করেছো। এ ফক্বীর অধমের জন্যও দোআ' করো যেন যেমন উচিত তেমনিভাবে আল্লাহর বিধানদির পায়বন্দীর মধ্যে জীবনাতিপাত করতে পারি এবং জীবনের শেষ অবধি সেগুলো যেন পালন করতে থাকি।

হে বৎস! তুমি অঙ্গীকার করেছো যে, তুমি বিশুদ্ধ মাযহাব-আহলে সুন্নাতের উপর অটল থাকবে। প্রত্যেক বদ-মাযহাবী লোকের সংস্পর্শ থেকে বাঁচতে থাকবে। এ অঙ্গীকারের উপর সুদৃঢ়ভাবে স্থায়ী থাকবে। আল্লাহ তাআলার বাণী- 'লা-তামূতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন।' অর্থাৎ মৃত্যবরণ করোনা, কিন্তু মুসলমান হয়েই' কে স্মরণ রাখবে।

হে প্রিয়! স্মরণ রাখো যে, তুমি অঙ্গীকার করেছো নামায, রোযা তথা প্রতিটি ফরয ওয়াজিবকেও যথাসময়ে আদায় করতে থাকবে। আর পাপ কার্যাদি থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ তোমার অঙ্গীকার অনুসারে চলার শক্তি দান করুন! অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম ও জঘণ্য দোষ এবং গর্হিত কাজ। অঙ্গীকার পূর্ণ করা একান্ত কর্তব্য;

যদিও কোন নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টির সাথে করা হয়। এ অঙ্গীকার তো তুমি মূলতঃ মহান সৃষ্টিকর্তার সাথেই করেছো।

হে বৎস! মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখো। যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখো, তবে ইনশা আল্লাহ! ধ্বংসের ঘূর্ণাবর্ত থেকে রক্ষা পাবে। দ্বীন ও ঈমান সালামাত (নিরাপদে) থাকবে আর শরীয়তের অনুসরণ অনুকরণ করতে পারবে। ফেরেশতারা তোমাকে বলবে-"নাম কা- নাওমাতিল আরূস"। অর্থাৎ "আজ তুমি নব দুলহানের মতো ঘুমিয়ে পড়ো।" আর শোন, শোন, শোন, কবি কি বলেছেন-

'জাগনা হে জাগলে আফলাককে ছায়া তলে,
হাশর তক সুতা রহেগা খাককে ছায়া তলে।'

অর্থাৎ জাগ্রত যদি থাকতে হয়, তবে আকাশের নীচে জাগ্রত থাকো। কারণ ক্বিয়ামত পর্যন্ত(তোমাকে) মাটির নীচেই শুয়ে থাকতে হবে।

হে বৎস! সর্বদা দুনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত থেকোনা। দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার অর্থ হলো আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ থাকার নামান্তর।

চিসতে দুনিয়া? আয খোদা গাফেল বুদন.
নায় ক্বিমাশ ও নুক্বরায়ে ও ফরযন্দ ও যন।

অর্থাৎ দুনিয়া কি? দুনিয়া হচ্ছে খোদার স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়ার নামান্তর; নানা ধরণের ধন-দৌলত, স্বর্ণ -রৌপ্য এবং স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির নাম নয়।

পর্দার গুরুত্ব

মহিলারা যেন পর্দাকে ফরয জানে। প্রত্যেক না-মুহরিম থেকে পর্দা করা ফরয (অবশ্যই কর্তব্য)। বেপর্দা চলা-ফেরাও করোনা এবং ঘরেও বেপর্দা থাকবেনা। মিহি কাপড়-চোপড়, যেগুলো পরলে শরীর ও চুল দৃষ্টিগোচর হয়, পরিধান করে, হাতের পাঞ্জার উপরিভাগ, পায়ের গোড়ালির উপরিভাগ. পায়ের গোছা, গলা ও বক্ষ খুলে অথবা মিহি কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে শুধু পরপুরুষ নয়, বরং ভাশুর, দেবর, ফুফাতভাই ও মামাত ভাইদের সামনে যাওয়া হারামই হারাম। পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে তারা যেন স্বীয় স্ত্রী, কন্যা ও বোন ইত্যাদিকে বেপর্দা চলা-ফেরা থেকে বিরত রাখে। পর্দা করার জন্য তাগাদা দেবে। তা অমান্য করলে যাদের শাস্তি দেয়া যাবে তাদেরকে শাস্তি দেবে। যে পুরুষ নিজ স্ত্রী কিংবা প্রাপ্তবয়স্কাদের বে-পর্দাভাবে চলাফেরার ব্যাপারে বেপরোয়া হবে, নামুহরিমদের সম্মুখে চলাফেরা করতে দেবে, বিশেষতঃ এভাবে যে, বে- পর্দার সাথে সাথে কোন কোন অঙ্গ খোলা রাখতে দেবে, সে দাইয়্যুস সাব্যস্ত হবে। (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।)

বন্ধুরা পরিশ্রম করুন! *কিয়ে যাও কাওশিশ মেরে দোস্তো/না কাওশিশসে এক আনকো তোম থকো/খোদাকী তলব মে সা'ই করতে রহো/যেতনে হো সেকে মুজাহেদে করো।* অর্থাৎ হে বন্ধুরা! তোমরা চেষ্টা থেকে পিছপা হয়ো না। আল্লাহর তালাশে চেষ্টা করতে থাকা। যথাসাধ্য (নাফসের সাথে) জেহাদ করে যাও। সাফল্য অর্জনে বিশ্বাস রাখো। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন –

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ،

–যারা আমার (আল্লাহ) অন্বেষণে চেষ্টা করতে থাকবে, অবশ্যই আমি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবো এবং আমি তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করবো। (সূরা আনকাবুত, ২৯/৬৯)

আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য বিজয়ের প্রতিটি দরজা উত্তমরূপে উম্মুক্ত করুন! তাঁর রাস্তায় পা রাখার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলার বদান্যতার দায়িত্বে তোমার জন্য প্রতিদান থাকবে। আল্লাহ তাআলা ফরমায়েছেন–

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ،

–যে সব কিছু ত্যাগ করে ঘর হতে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালাশে বের হয়, এমতাবস্থায় যদি তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তবে তার প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিজ করুণার দায়িত্বে এসে যায়। (সূরা নিসা, ৪/১০০)

হুযূর পুরনুর আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম এরশাদ ফরমায়েছেন–

مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ وَجَدَ ،

–যে কেউ কোন কিছুর অন্বেষণকারী হবে আর চেষ্টা করবে তবে সে তা পাবে।

হাদীসেরই ঘোষণা যে–

مَنْ طَلَبَ اللهَ وَجَدَهُ ،

–যে আল্লাহকে তালাশ করবে সে তাঁকে পাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সামনে অগ্রসর হও! সোজা সামনে বাড়ো! সোজা সামনে বাড়ো! কিন্তু শর্ত হলো, মহব্বত ও নিষ্ঠা। পীরকে মহব্বত করা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করার নামান্তর। আর রসূল (দঃ) কে মহব্বত যতোই বেশী

হবে, আক্বীদাহ যতোই সুদৃঢ় হবে, ততোই বেশী লাভবান হওয়া যাবে। যদিও পীর অধিক প্রসিদ্ধ বা পরিচিত না হন, বরং একজন সাধারণ লোকের মতোই হন, কামিলও হন, তবে সঠিক অর্থে পীর হন এভাবে যে, পীর হওয়ার যাবতীয় শর্তাদি তাঁর বিদ্যমান থাকে, সিলসিলা পরম্পরা সরাসরি সংযুক্ত থাকে, (মাঝখানে কেউ বাদ না পড়ে), তবে সরকার-এ-দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অবশ্যই ফয়য পাওয়া যাবে। হে তাওহিদপন্থী! প্রতিটির ব্যাপারে 'তাওহীদ' বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি সজাগ থাকো। তাই জেনে রেখো, "আল্লাহ এক, রাসূল এক ও পীর এক।"

সুতরাং তোমার মনোযোগের ক্বিবলা এক হওয়া ও এক থাকা আবশ্যক। লক্ষ্যভ্রষ্ট ও হৃদয়ভ্রষ্ট হয়োনা, ধোপার কুকুরের মতো হয়োনা, যা না ঘরের, না ঘাটের। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে বিভোর হয়ে যাও। দ্বীন- দুনিয়ার প্রতিটি কর্ম একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য করো। শরীয়তের বিধান মতো চলো। শরীয়তের সীমালংঘন করোনা। শরীয়তের গণ্ডি থেকে এক কদমও বাইরে যেয়োনা। পানাহার, উঠাবসা, ঘুমানো, চরফেরা, কথাবার্তা, লেনদেন, আয়-ব্যয় প্রতিটি কাজ একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য করো। তাঁর সন্তুষ্টি তোমার দৃষ্টিতে নিবদ্ধ রাখো।

হে রেযভী! রেযাতে ফানা হয়ে আপাদমস্তক রেযা-ই-আহমদী ও রেযা-ই-এলাহী হয়ে যাও। তোমার উদ্দেশ্য শুধু তোমার রবই হোক। তাঁর সন্তুষ্টি কামনাই তোমার উদ্দেশ্য হোক। কবি বলেন-

ফেরাক্ব ও ওয়াস্‌লসে খা-হী রেযায়ে দোস্ত তলব,
কেহ্ হায়ফ বাশদ আযো গায়রে উ-তমান্নায়ে।

অর্থাৎ "সম্পর্ক ছিন্ন করো কিংবা রচনা করো, যা-ই চাও, তাতে আপন প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টিই অন্বেষণ করো! কেননা, এতদ্‌ব্যতীত অন্য কিছু তোমার কাম্য হলে তা আফসোসেরই কারণ হবে।"

রিয়া প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করো। প্রত্যেক কাজ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার্থে শরীয়তের বিধি মতো চালিয়ে যাও। মহা সৌভাগ্য অর্জনের চাবিকাঠি হলো 'মুজাহাদাহ' ও 'রিয়াযত'- এ মশগুল থাকা। আমাদের কতেক মাশাইখে কেরাম এরশাদ করেছেন, "লোকেরা রিয়াযত করার জন্য বাসনা রাখে। বস্তুতঃ কোন রিয়াযত বা মুজাহাদাই নামাযের আরকান-আহকাম ও নিয়ম-পদ্ধতি

সঠিকভাবে আদায় করার সমপর্যায়ের নয়: বিশেষতঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জমাআ'ত সহকারে আদায় করা। (প্রকৃতপক্ষে, এটাই রিয়াযত ও মুজাহাদাহ্)।[২৫]

সুতরাং তরিকত (তাসাওউফ) সম্পর্কিত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ শরিয়তের অনুবর্তনকারী এবং শরিয়তের হেফাজতকারী। শরিয়তের বিরোধী কোন কথা-বার্তা ও আমল তাঁর থেকে কল্পনাই করা যায় না। তাই সুন্নী উলামা, পীর-মাশায়েখ, বক্তাদের উচিত তরিকত সম্পর্কিত 'আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযার চিন্তা-চেতনা এবং শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে ছাড়িয়ে দেওয়া। তরিকতের নামে শরিয়তকে উপেক্ষা করে যারা সুন্নীয়তের অঙ্গনকে কলুষিত করছে, জনসম্মুখে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা আজ সময়ের দাবি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সুন্নী দাবীদার কিছু আলেম, পীর ও ওয়ায়েজ সত্যকে পাশ কাটিয়ে অসত্যের পক্ষে সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন। তাই সত্যপন্থীদের উচিত, সাহকিতার সাথে তরিকতের নামে সৃষ্ট যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। শরিয়ত ও তরিকতের সঠিক স্বরূপ তুলে ধরা। এ ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র জীবন ও তাঁর রচনাবলী আমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সরল-সঠিক পথের দিশা দান করুক। আমিন!

---

২৫. ইমাম আহমদ রেযা : শাজরা শরীফ (২০০৯), পৃ. ৩৪-৩৯

গ্রন্থপঞ্জি

ইমাম আহমদ রেযা : **মাকালু উরাফা বি-ইযাযি শরঈ ওয়া উলামা,** (উর্দু) রেযা একাডেমী, মুম্বাই, ভারত, ১৪১৮ হিজরী

: **বায়আত ও খিলাফতের বিধান,** (অনুবাদ, মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন,) সনজরী পাবলিকেশন, ২০১০

: **আহকামে শরীযত** (মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল অনূদিত) লিলি প্রকাশনা, চট্টগ্রাম, ২০১০

: **ফাতাওয়া-ই আফ্রিকা** (মাওলানা ইসমাইল অনূদিত) চট্টগ্রাম-২০০৭

: **শাজরা শরীফ** (সিলসিলাহ্-ই আলীয়া কাদেরীয়া রেযভীয়া) ইমাম আহমদ রেযা কমপ্লেক্স, ভৈরব, ২০০৯

মোস্তফা রেযা খাঁন : **আল্ মালফূয** (মালফুযাত-ই আ'লা হযরত) মাকতাবা-ই কাদিরীয়াহ: ইউপি, ভারত, ২০০৫

আব্দুল মুবীন নূ'মানী : **ইরশাদাত-ই 'আলা হযরত** (মাওলানা আব্দুল মান্নান অনূদিত) আনজুমান ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম, ২০০৮

ফকীর আবদুর রশীদ : সূফীদর্শন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০

মোল্লা আলী ক্বারী : **মিরকাতুল মাফাতীহ্,** (২য় খণ্ড), মাকতাবা-ই এমদাদীয়া, মূলতান, পাকিস্তান

আবদুর রহমান চিশতী : **মিরআতুল আসরার,** আদবী দুনিয়া, মাটিয়া মহল, দিল্লী, ২০০৫

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন : **ইমাম আহমদ রেযা'র সংস্কর ও চিন্তাধারা,** ইমাম আহমদ রেযা কমপ্লেক্স, ভৈরব, ২০১০

কামরুল হাসান বসতভী মিসহাবী : **আফকার-ই রেযা** : রেযভী কিতাব ঘর, দিল্লী, ১৯৯২

বদরুদ্দীন আহমদ কাদেরী : সাওয়ানিহ-ই আ'লা হযরত, কাদিরী মিশন, বেরেলী, ১৯৯৭

৭৮৬/৯২

ইয়া খোদা সোবহান রেযা কো গুলশানে ইসলাম মে,
রাখ শেগুফ্তা হার ঘাড়ী আপনী রেযা কে ওয়াস্তে

اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع

আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর দরবারের বর্তমান সাজ্জাদানশীন
রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত
হযরত আল্লামা শাহ্ সোবহান রেযা খান সোবহানী মিয়া
(মুদ্দাযিলুহুল আলী)-এর

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও এরশাদাত

نبیرۂ اعلیٰ حضرت، شجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف (یوپی)
حضرت علامہ شاہ سبحان رضا خاں سبحانی میاں مدظلہ النورانی کے
مختصر تعارف اور ارشادات عالیہ (بزبان بنگلہ)

پیش کش

مولنا محمد ہارون الرشید
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کمپلیکس و سبحانیہ دربار شریف
بیرب، کشورگنج، بنگلہ دیش

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা কমপ্লেক্স
সোবহানীয়া দরবার শরীফ
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দরবার-এ আ'লা হযরত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহিএর বর্তমান সাজ্জাদানশীল রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত **হযরত আল্লামা শাহ্ সোবহান রেযা খান সোবহানী মিয়া** (মুদ্দাযিল্লুহুল আলী)-এর

সংক্ষিপ্ত পরিচিত ও এরশাদাত

নাম : মুহাম্মদ সোবহান রেযা খাঁন, ডাকনাম- সোবহানী মিয়া।

বংশ : মুহাম্মদ সোবহান রেযা খান ইবনে রায়হানুল মিল্লাত হযরত আল্লামা রায়হান রেযা খাঁন ইবনে মুফাস্‌সির-এ আযম হিন্দ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম রেযা খান ইবনে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত আল্লামা মুহাম্মদ হামিদ রেযা খান ইবনে মুজাদ্দিদ-ই আযম আ'লা হযরত শাহ্ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন মুহাদ্দিস-ই বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আজমাঈন)।

জন্ম তারিখ : ২ জুন ১৯৫৩ সালের কোন এক শুভ মুহূর্তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম সবকদান অনুষ্ঠান : মাশায়িখ-ই কিরাম এবং খান্দানী রীতি মোতাবেক তিনি যখন ৪ বছর, ৪ মাস, ৪ দিন বয়সে উপনীত হন তখন বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে শিক্ষার প্রথম সবকদান করা হয়।

শিক্ষা-দীক্ষা : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রতিষ্ঠিত মারকায-ই আহলে সুন্নাত 'জামেয়া-ই রযভীয়া মানযারুল ইসলাম'- এমন এক দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন যেখানে আ'লা হযরত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহিএর খান্দানের লোকেরাসহ সারা ভারতবর্ষের অগণিত দ্বীনি শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীন অর্জন করে দেশ, জাতি ও মিল্লাতের গুরুত্বপুর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। ওই মহান দ্বীনি বিদ্যাপীঠে আল্লামা সোবহানী মিয়া অতি অল্প বয়সে ভর্তি হন। এবং ওই প্রতিষ্ঠানে দ্বীনি শিক্ষার শেষস্তর পর্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নাহু, চরফ, বালাগাত-মানতিক, দর্শন, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, হাদীস ও তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। এ ছাড়া যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে হিন্দী, ইংরেজি এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দক্ষতা অর্জন করেন। দ্বীনি ও প্রচলিত শিক্ষা শেষে ১৯৮৫ সালে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে 'শিক্ষা সমাপনী সনদ' লাভ করেন।

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি : বেরেলী নিবাসী জনাব এড. কাওসার খানের কন্যা তাবাস্‌সুম বেগমের সাথে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর শুভ পরিণয় সম্পন্ন

হয়। তিনি দু'পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। ১. বড় সাহেবজাদা মাওলানা আহসান রেযা খাঁন দ্বীনি শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত, বর্তমান খানেকায়ে রেযভীয়া তত্ত্বাবধায়ক (ওলীয়ে আহদ) এবং ইউপি মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের লক্ষ্ণৌ'র সাবেক চেয়ারম্যান। ২. ছোট সাহেবজাদা হাসান রেযা খাঁন নূরী মিয়া, একমাত্র কন্যা সফীয়া নূরী বিবাহিতা।

খিলাফত অর্জন : আল্লামা সোবহানী মিয়া (মু.জি.আ) নিজ সম্মানিত পিতা আল্লামা রায়হান রেযা খান থেকে খিলাফত লাভ করেন। ১৮ রমযানুল মুবারক ১৪০৫ হিজরী মোতাবেক ৮ জুন ১৯৮৫ সালের সোমবার হযরত রায়হানুল মিল্লাত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তিকালের পর আহসানুল ওলামা হযরত সায়্যিদ মুস্তফা হায়দার হাসান মিয়া মারহারাভী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি (সাজ্জাদানশীল খানকায়ে আলীয়া বরকাতীয়া মারহারা শরীফ) নিজ পবিত্র হাতে অগণিত আলিম ও পীর-মাশায়েখর উপস্থিতিতে তাঁর মুবারক মাথায় খানকায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রেযভীয়া হামেদীয়া নূরীয়া জীলানীয়া রায়াহানীয়া'র সাজ্জাদার তাজ পরিয়ে দেন। এবং জামেয়া রেযভীয়া মানযারুল ইসলাম ও রেযা মসজিদসহ দরবারের সমস্ত আওকাফের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁকে অর্পন করেন। তিনি দায়িত্ব লাভের পর থেকে অদ্যবধি সুশৃঙ্খলার সাথে দরবার কেন্দ্রিক সমস্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও দরবারের উন্নয়নে আল্লামা সোবহানী মিয়া (মু.জি.আ) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু কর্মকাণ্ড পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে পেশ করা হলো–

খানকায়ে আলিয়া রেযভীয়া

১. আ'লা হযরত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযার শরীফের গম্বুজের ভেতরাংশের নতুনভাবে সুসজ্জিত করা।

২. পুরো খানকা শরীফের ফরশে আরামদায়ক টাইলস দ্বারা সুসজ্জিত করা।

৩. আ'লা হযরত, হুজ্জাতুল ইমাম, মুফতি আযম হিন্দ, মুফাস্‌সিরে আযম ও হযরত রায়হানুল মিল্লাতের সমাধিসমূহে সুন্দর পিতলের জালির বেষ্টনি দেওয়া।

৪. প্রতিটি কবর শরীফের মাথার দিকে সাহেবে কবরের নাম, জন্ম ও ওফাত তারিখের ফলক স্থাপন করা।

৫. রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পায়ের নকশা, চুল মোবারক ছাড়াও হযরত গাউসে পাক রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য বুযর্গদের তাবাররুকাত ও জিনিসপত্র অনেক টাকা খরচ করে

সংগ্রহ করা এবং ওইগুলো যিয়ারতকারীদের জন্য অত্যন্ত আদবের সাথে কাঁচের আলমিরাতে স্থাপন করা।

৬. মনোরম ঝাড় ফানুশ স্থাপন এবং যিযারতকারীদের সুবিধার্তে গোটা মাযার মোবারকে ইয়ারকণ্ডিশনের আওতাভূক্ত করা।

৭. নামায পড়ার সুবিধার্তে মস্‌জিদ ও মস্‌জিদস্থ আশে-পাশের গুলিগুলোতে পাথরের টাইল্‌স বসানো।

রেযা মস্‌জিদ

হুযূর মুফ্‌তি আযম হিন্দের জাহেরী জীবদ্দশায় হুযূর রায়হানুল মিল্লাত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি 'মস্‌জিদে রেযা'র সম্প্রসারণের নিয়তে বিজ্ঞ ইন্‌জিনিয়ার দ্বারা ডিজাইন করিয়ে কাজ শুরু করেন। ইন্তিকালের পর বাকী অসম্পূর্ণ কাজ আল্লামা সোবহানী (মু.জি.আ)এর তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হয়। এ ছাড়াও মস্‌জিদের উন্নয়নে তিনি অনেক কাজ করেন। যেমন-

১. মস্‌জিদের আকাশচুম্বী সুদর্শ মিনার নির্মাণ করা।

২. গরমকালে মুসল্লিদের আরামের জন্য পুরো মস্‌জিদ ইয়ারকণ্ডিশনের আওতাভুক্ত করা।

৩. মসজিদ সংলগ্ন ওয়াফদ্‌কৃত জমি দীর্ঘদিন এক অমুসলিম কর্তৃক জবর দখল হয়ে গেলে মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে তা পুন:দখল করা এবং অনেক টাকা খরচ করে সেখানে ওযু ও গোসলখানা নির্মাণ করা।

মুফ্‌তি আযম গেইট

১. হযরত রায়হানুল মিল্লাতের যুগ থেকে ওরসে রেযভীতে অধিক লোক সমাগমের কারণে ওরসের যাবতীয় অনুষ্ঠান বেরেলী ইসলামীয়া কলেজ ময়দানে হয়ে আসছে। দেশ-বিদেশের অগণিত যিয়ারতকারীদের প্রাণের দাবী ছিল ওই ময়দানের প্রবেশদ্বারে ওরসে রেযভীয়া স্থায়ী গেইট নির্মাণ করা। হযরত সোবহানী মিয়া (মু.জি.আ) আ'লা হযরতের আশেকগণের প্রাণের দাবী পুরণ করতে ওই বিশাল ময়দানের প্রবেশদ্বারে আ'লা হযরতের মাযারের গম্বুজ বিশিষ্ট 'বাবে মুফতি আযম হিন্দ' নামে এক বিশাল স্থায়ী গেইট নির্মাণ করেন। যা এখনও লোকদের চিত্তাকর্ষক হওয়ার সাথে দিন দিন ব্যাপী আ'লা হযরত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি-এর বিশাল ওরসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ওরসমসূহের ব্যবস্থাপনা

আ'লা হযরত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি-এর ওফাত শরীফ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী ওরসে আ'লা হযরতসহ খান্‌কায়ে রেযভীয়ার সকল বুযুর্গদের ওরসমসূহ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবস্থা করা।

মাসিক আ'লা হযরত ও অন্যান্য প্রকাশনা

আ'লা হযরত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহিএর দরবার থেকে প্রকাশিত অতি প্রাচীন মাসিক পত্রিকা 'আ'লা হযরত' প্রকাশ করা। এ পত্রিকা প্রতি মাসে আল্লামা সোবহানী মিয়া (মু.জি.আ) এর সম্পাদনায় বের হয়ে থাকে। তিনি সম্পাদনার দায়িত্বে গ্রহণের পর থেকে এ পত্রিকাটি বেশ উন্নতি লাভ করে। জামেয়া-ই রেযভীয়া মানযারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ পত্রিকা মানযারুল ইসলাম শতবর্ষ নম্বর' নামে বিরাট দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। এছাড়া এ পত্রিকার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যেও বিরাটাকারে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। তাছাড়া প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অন্যান্য প্রকাশনারও এ দরবার থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

দারুল ইফতা

মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন-সমস্যার শরয়ী সমাধানের জন্য 'দারুল ইফতা' প্রতিষ্ঠা করা। লোকদের সুবিধার্থে সারাদিন 'দারুল ইফতা'র দ্বার উম্মুক্ত রাখা হয়। তাঁর বিশেষ প্রচেষ্টায় 'দারুল ইফতা'র জন্য প্রায় লক্ষাধিক টাকার মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য কিতাব খরীদ করা হয়।

জামেয়া-ই রেযভীয়া মানযারুল ইসলাম

আল্লামা সোবহানী মিয়া (মু.জি.আ) তাঁর সাজ্জাদানশীনের দায়িত্ব প্রাপ্তির পর থেকে আ'লা হযরত রাহমতুল্লাহি আলাইহির প্রতিষ্ঠিত 'মানযারুল ইসলাম'এর প্রভূত উন্নয়ন করেন। হযরত রায়হান রেযা কর্তৃক নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট একাডেমিক ও হোস্টেল ভবনকে তিন তলায় পরিণত করেন। জামিয়ার পুরাতন লাইব্রেরীতে নতুন সিলেবাসের আলোকে লক্ষাধিক টাকার কিতাব ছাড়াও অনেক রেফারেন্স বই ক্রয় করেন। এবং ছাত্রদের পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য রায়হানীয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া বক্তৃতা ও লিখনিতে ছাত্রদেরকে যোগ্যভাবে গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত সাপ্তাহি বক্তৃতা ও বিতর্কের অনুশীলন এবং আরবী ও উর্দূ ভাষায় মাসিক দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ, দ্বীন ও আধুনিক বিষয়ের সমন্বয়ে সিলেবাস পুনর্বিন্যাস, একঝাঁক তরুণ উদ্যমী ও বিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগদান

এবং হোস্টেল ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণসহ মাদ্‌রাসার নানা উন্নয়নে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।

হুযূর সাহেবে সাজ্জাদার অমীয় বাণী

১. আমার কলিজায় একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত নবী প্রেমের পয়গাম প্রচার করতে থাকবো।

২. তোমরা (ডি,আই.জি. ইত্যাদি) আমার উপর গুলি চালালেও তবু আমি সোবহান রেযা আপন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈদে মিলাদুন্নবীর জুলুস বের করবোই।

৩. ইশ্‌কে রাসূলের পবিত্র পয়গাম প্রচার-প্রসার এবং মসলকে আ'লা হযরতের খিদমত করায় আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৪. খান্‌কা-ই কাদেরীয়া আলীয়া রেযভীয়ার মান-সম্মান রক্ষায় আমার সবকিছু উৎসর্গ করতে আমি প্রস্তুত।

৫. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজ্জতই আমার ইজ্জত।

৬. বর্তমান যুগে ইসলামী শরীয়তের সম্মান রক্ষাকারী সব খানকার ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের দাবী।

৭. খানকা-ই মারহারা শরীফ আমাদের পূর্বপুরুষের পীরখানা। এ কারণে সেখানে গেলে আমার মনে হয় আমি আপন জনের আছে গেছি।

৮. আমার নিজের অথবা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ব্যাপারে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে মারহারা শরীফে চলে যাই। এতে আমার সকল সমস্যা দূর হয়ে যায়।

৯. আ'লা হযরতের মহান স্মারক জামেয়া-ই রেযভীয়া মানযারুল ইসলাম-এর উন্নয়ন এবং যে-কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে আমার সব ধন-সম্পদ উৎসর্গিত।

১০. বর্তমানে কথার ফুলঝুড়ি নয় কাজ করা প্রয়োজন।

১১. এখানে আমি মিল্লাতের সেবা করার জন্য বসেছি। সুতরাং আমি মাখদুম নয় বরং খাদিম (সেবক)।

১২. দেশ-জাতি ও দ্বীন-মাযহাবের সেবক উপযুক্ত আলিমই আমার প্রিয়ভাজন।

১৩. পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু এবং ইলমে দ্বীন অর্জনে আগ্রহী সৎ ও আদবসম্পন্ন শিক্ষার্থীই 'মেহমানে রসূল' হওয়ার উপযুক্ত।

১৪. আমার কঠিন থেকে কঠিন কাজ গম্বুজে রেযভীর ছায়ায় বিশ্রামরত আমার মহান বুযুর্গদের রূহানী দোয়ায় চোখের পলকে সহজ হয়ে যায়।

১৫. বক্তা ও ওয়ায়েজদের বক্তব্য হেকমতপূর্ণ ও ভাল উপদেশের সাথে হওয়া উচিত।

১৬. মাযহাব ও মসলকের নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে দেশ ও জাতির নেতৃত্বও আলিম সমাজের গ্রহণ করা উচিত।

১৭. ইলম ও আলিমের খিদমত করা আমার খান্দানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১৮. বর্তমানে আমাদেরকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মতানৈক্যের উর্ধে উঠে দ্বীন ও মাযহাবের খিদমত করা উচিত।

সোবহানীয়া দরবার শরীফ, ভৈরব

দরবারে আ'লা হযরতের বর্তমান সাজ্জাদানশীন, আ'লা হযরত রাহমতুল্লাহি আলাইহি বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা শাহ সোবহান রেযা খাঁন সোবহানী মিয়া (মু.জি.আ)'র নামানুসারে তাঁরই এদেশীয় খলিফা মাওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ রেযভী হুযূরের নির্দেশক্রমে এ দরবার প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে, সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রেযভীয়ার খিদমত করার জন্য আল্লামা সোবহানী মিয়া (মু.জি.আ) মাওলানা হারুনুর রশীদকে ১৯৯৯ সালে খিলাফত দান করেন। তা ছাড়া পকিস্তানস্থ আ'লা হযরতের জীবন-কর্মের আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা'-এর চেয়ারম্যান বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, আলেমে-দ্বীন আওলাদে রসূল আল্লামা সৈয়দ ওয়াজাহাত রসূল কাদেরী (মু.জি.আ) বাংলাদেশে সফরে আসলে মাওলানা হারুনুর রশীদ রেযভীকে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রেযভীয়ার খিলাফতসহ প্রসিদ্ধ দরূদ শরীফের কিতাব 'দালায়েলুল খায়রাত' এবং অন্যান্য ওয়াযিফার ইযাযতও দান করেন।

আপন পীর-মুর্শিদের নির্দেশক্রমে তিনি প্রতি বছর ভৈরবে বিশাল আকারে ওরসে আ'লা হযরত ও সুন্নী মহা সম্মেলনের আয়োজন করে আসছেন। এ বছর (২০১১) এ সম্মেলন একযুগ পূর্ণ করতে যাচ্ছে। তা ছাড়া তিনি আ'লা ইমাম আহমদ রেযা কমপ্লেক্স ও আনজুমানে গুলশানে রেযা নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যার অধীনে হিফজখানা, এতিমখানা, মাসিক গিয়ারভী শরীফ ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে। ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার পরিকল্পনাধীন রয়েছে। এসব মহৎ উদ্দ্যোগ সফল করার জন্য সকলের দোয়া ও সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

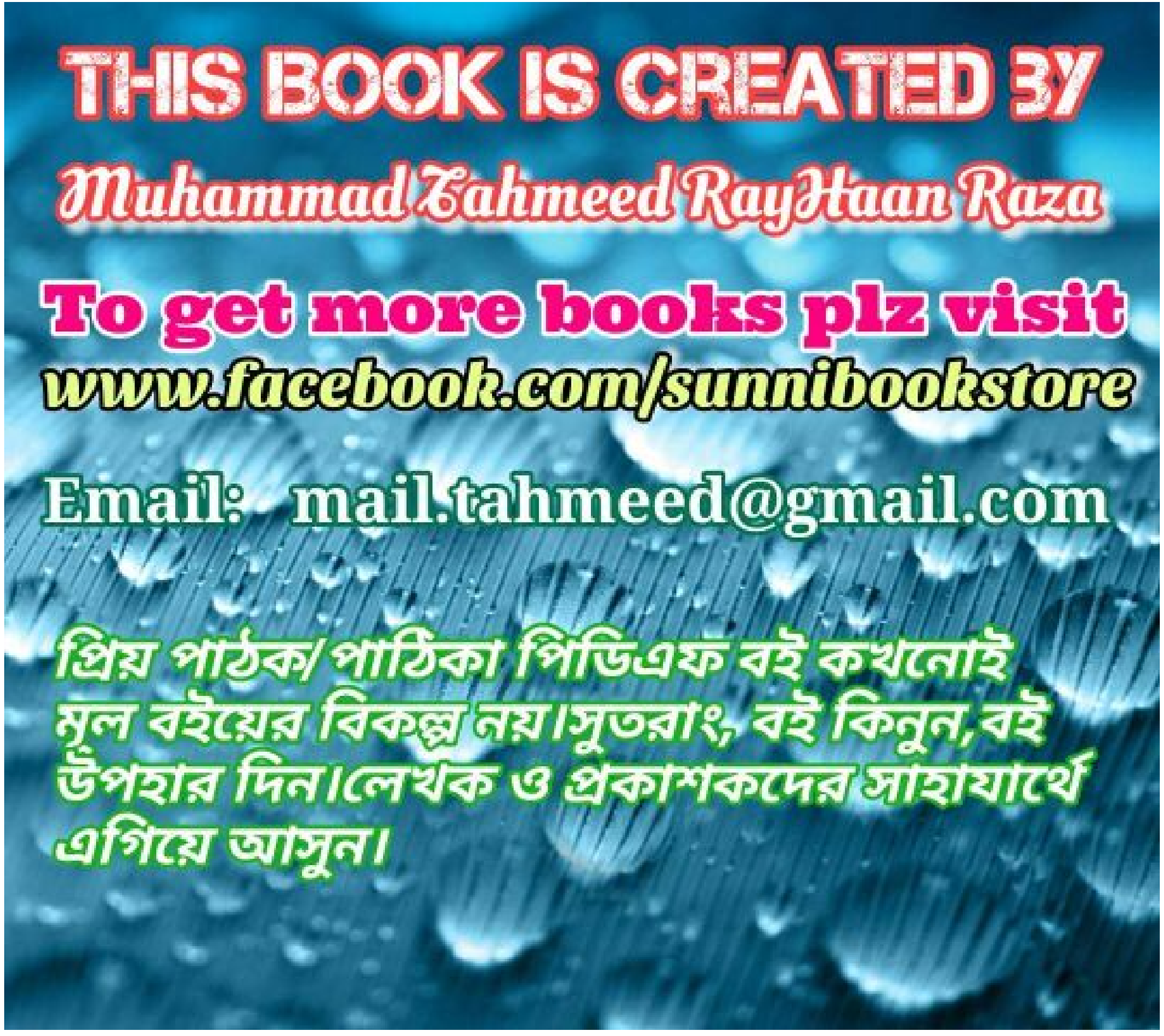

THIS BOOK IS CREATED BY

Muhammad Tahmeed RayHaan Raza

To get more books plz visit

www.facebook.com/sunnibookstore

Email: mail.tahmeed@gmail.com

প্রিয় পাঠক/ পাঠিকা পিডিএফ বই কখনোই
মূল বইয়ের বিকল্প নয়।সুতরাং, বই কিনুন,বই
উপহার দিন।লেখক ও প্রকাশকদের সাহাযার্থে
এগিয়ে আসুন।

আ'লা হযরত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি-এর দরবারের বর্তমান সাজ্জাদানশীন রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত

হযরত আল্লামা শাহ্ সোবহান রেযা খান সোবহানী মিয়া

(মুদ্দাযিল্লহুল আলী)-এর

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও এরশাদাত

(২৬ - ৩২ পৃষ্ঠা দেখুন)

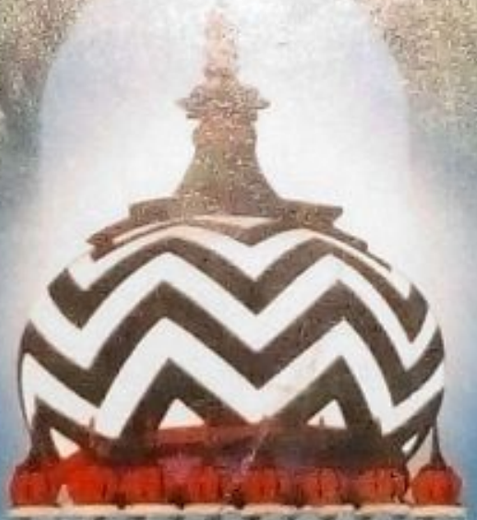

پیر و اعلیٰ حضرت سجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف (یو پی)

حضرت علامہ شاہ سبحان رضا خاں سبحانی میاں مدظلہ النورانی کے

مختصر تعارف اور ارشادات عالیہ (بزبان بنگلہ)

پیش کش

مولانا محمد ہارون الرشید رضوی

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کمپلیکس و سبحانیہ دربار شریف

پیرب، کشورگنج، بنگلہ دیش